প্রথম আলো

তারিখ 05 AUG 2008

সম্পাদকীয়

মঙ্গলবার, ৫ আগস্ট ২০০৮, ২১ শ্রাবণ ১৪১৫

পঞ্চদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন

রাজনৈতিক অঙ্গীকার অর্থপূর্ণ হোক

দক্ষিণ এশীয় জনগণের অভিন্ন উদ্বেগের পটভূমিতে সন্ত্রাস দমন, খাদ্য ও জ্বালানি-নিরাপত্তার বিষয়ে কলম্বোয় অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে উপযুক্ত প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এখন সামনের দিনগুলোতে দেখার বিষয় হলো, সার্কের নেতারা তাঁদের অঙ্গীকার কী উপায়ে বাস্তবে রূপদানে সচেষ্ট হন। দক্ষিণ এশীয় জনগণ সব সময় এই আঞ্চলিক জোটের অগ্রযাত্রা দেখতে চেয়েছে; কিন্তু সাধারণত তাদের নিরাশ হতে হয়েছে। সার্ক শীর্ষ সম্মেলন শেষ হতে না হতে অঙ্গীকারগুলো গতি হারিয়েছে। সুতরাং এখন ঘুরে দাঁড়ানোই হলো সার্কের নেতাদের জন্য চ্যালেঞ্জ। রাজনৈতিক নেতাদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া সার্ক প্রক্রিয়া বেগবান হতে পারবে না।

সার্কের ৪১ পৃষ্ঠার ঘোষণাপত্রে এ অঞ্চলের জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই জীবনমান উন্নয়নে সঠিকভাবেই পানিসম্পদের সর্বোচ্চ ও সুষম ব্যবহার এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প প্রণয়নে যথার্থই দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পানিসম্পদের আঞ্চলিক ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর বিশেষজ্ঞরা সার্কের জন্মের বহু আগে থেকেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সে অনুযায়ী সার্ক ফোরামে বহু পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এ ধরনের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক মানদণ্ডে নয়, মূলত সংকীর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনার ঘূর্ণাবর্তে হারিয়ে গেছে। তবু সদ্যঃসমাপ্ত কলম্বো সম্মেলনে নেওয়া এ-বিষয়ক উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা আশায় বুক বাঁধতে চাই। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। আঞ্চলিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে যে প্রস্তাবিত আন্তসরকারব্যবস্থা, অবিলম্বে তার কাজ শুরু করা আর যথেষ্ট নয়। একটি অভিন্ন বিদ্যুৎ সঞ্চালনব্যবস্থা চালু করার জন্য সার্ক নেতৃত্বকে সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে।

সার্কের নেতারা এবার প্রথাগত ইশতেহার প্রকাশ ছাড়াও খাদ্য-নিরাপত্তার বিষয়ে একটি পৃথক বিবৃতি প্রকাশ করলেন। এ থেকে বোঝা যায়, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের অব্যাহত ঊর্ধ্বগতি ও অস্থিরতা সার্কের নেতাদের যথার্থই বিচলিত করেছে। বাস্তবে এ সমস্যা আঞ্চলিকভাবে সত্যি কতটা সামাল দেওয়া সম্ভব হবে, তা অবশ্য বলা কঠিন। তবে এ ক্ষেত্রে উদ্যোগহীনতার চেয়ে উদ্যোগময়তা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

বহুল আলোচিত দক্ষিণ এশীয় অবাধ বাণিজ্য চুক্তি বা সাফটার বাস্তবায়ন যতটা না টেকনিক্যাল, তার চেয়ে ঢের বেশি রাজনৈতিক কারণে বাধাগ্রস্ত হয়ে চলেছে। আন্তসার্ক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত এলডিসি বা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পণ্য কী রূপে শুল্ক ও অশুল্ক বাধার সম্মুখীন হয়, তা বহুল আলোচিত ও চিহ্নিত বিষয়। এই ক্ষেত্রের জটিলতা নিরসনে অধিকতর যোগ্য ও সার্থক নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে ভারতের সম্ভাবনা বেশি।

একটা সময় ছিল, যখন সার্কের গতিসঞ্চারের পথে কাশ্মীর প্রসঙ্গকে পথের কাঁটা হিসেবে দেখা হতো। গত কয়েক বছরে এ সমস্যার স্থায়ী সুরাহা না হলেও আপাতত একটা স্বস্তি নেমে এসেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আবার আন্তসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এটি বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় সব মানুষের জন্য একটি ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের বিষয়। সেই পটভূমিতে সার্কের নেতারা যে প্রথমবারের মতো সর্বসম্মতভাবে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিসট্যান্স বা এমএলএ সম্পাদনে ব্রতী হলেন, তা একটি অসামান্য অগ্রগতি। আন্তসীমান্তে সংগঠিত অপরাধ দমনে সার্কের সদস্যদেশগুলোর উপযুক্ত সংস্থাগুলোর মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদানে যে সমঝোতা হলো, তা যেন কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না থাকে।

সার্কের পর্যবেক্ষকসংখ্যা বেড়ে নয়টিতে উন্নীত হওয়া ইঙ্গিত দেয় যে আঞ্চলিক জোট হিসেবে সার্ক আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগের বিষয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত বিষয়ে সার্ক কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হওয়াও একটি বড় স্বীকৃতি। জয়তু সার্ক।

নয় পেরিয়ে দশ বছরে প্রথম আলো